১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০২৪ • আই.এস.এস.এন. ঃ ২২৭৮-৭৪৪৫

কাল থেকে কালাতীতের যাত্রালিপি
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক
নিরন্তর

জাগরণে রামমোহন

চেনা অচেনা বৃত্তে রামমোহন
প্রতিবাদী রামমোহন
রামমোহন রায়ের ধর্ম প্রকল্প
রামমোহন: সাম্রাজ্যবাদের দালাল (!)
রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা
রামমোহন রায়: আমাদের নবযুগের দিশারী
রামমোহন রায়ের বিলেত যাত্রা ও প্রবাস জীবন
রামমোহন রায়, মুদ্রণ সংস্কৃতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামেও সতীদাহ হয়েছিল
এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

নিরন্তর

কালো রোদে আকাশদীপের সংবাদলিপি
সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক
১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০২৫ ISSN 2278-7445

আমাদের কথা (সম্পাদক) ৩

জাগরণে রামমোহন

চেনা অচেনা বৃত্তে রামমোহন : মানবেন্দ্র নস্কর ৬
প্রতিবাদী রামমোহন : নিখিলেশ গুহ ১৫
রামমোহন রায়ের ধর্মপ্রকল্প : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯
রামমোহন : সাম্রাজ্যবাদের দালাল (!) : তরুণকুমার দত্ত ২৫
রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা : কৃশানু ভট্টাচার্য ২৯
রামমোহন রায় : আমাদের নবযুগের দিশারী : স্বপনকুমার ভট্টাচার্য ৩৩
রামমোহন রায়ের বিলেত যাত্রা ও প্রবাস জীবন : শংকর কুমার বিশ্বাস ৩৬
রামমোহন রায়, মুদ্রণ সংস্কৃতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা : অভিজিৎ সাহা ৪১
গরিফা গ্রামেও সতীদাহ হয়েছিল : তমাল সাহা ৫১

কবিতা ৫৩-৫৯

কালীকৃষ্ণ গুহ • দীপঙ্কর বাগচী • সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
অঞ্জন সিকদার • রত্নাকর মিত্র • সুনীল শর্মাচার্য
প্রবীর মণ্ডল • সমর ভট্টাচার্য • সোনালী ঘোষ
সুধীর সেনগুপ্ত • সমীররঞ্জন অধিকারী • পপি মৈত্র
অভিজিৎ রায় • সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় • চৈতালি বসু
অরিজিৎ শূর • মহাদেব চট্টোপাধ্যায়
মৃণাল ঘোষ • গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় • আশিসরঞ্জন নাথ

গুচ্ছ কবিতা ৬০-৬৩

দেবদাস আচার্য • দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌম্য ঘোষ • অবশেষ দাস

গল্প

সংখ্যায়ন : ঋতাঞ্জন ভট্টাচার্য ৬৫
সীমাহীন ভালোবাসা : অভীক দে ৬৯
এই ব্যথা সব দিকে রয়ে গেছে : মাসুম মাহমুদ ৭৪
যে সময় কোলকাতায় বরফ পড়ছিল : দেবাশিস পাল ৭৭

অণুভাবনা

৮১ স্বীকরণ : শিবপ্রসাদ পাল
৮২ রোমান্টিক : সুশীল দাস
৮৩ জানালার পাশে রাখা ডাকনাম : তটিনী দত্ত

প্রবন্ধ

৮৫ মিশেল ফুকোর ক্ষমতার ত্রিভুজ : প্রদীপ বসু
৯১ জীবনের বাঙ্ময় ঐশ্বর্যের কবি বিষ্ণু দে : তৈমুর খান
৯৫ ইয়োন ওলাভ ফসে ও তাঁর জগৎ : ঋতদীপ্ত ভট্টাচার্য
৯৭ বিবর্তনবাদ : বিজ্ঞান আর ধর্ম-রাজনীতির সংঘাত : অমিত বর্ধন

সাম্প্রতিকী

১০০ ইজরায়েল প্যালেস্টাইন সংকটের প্রেক্ষাপট : পান্নালাল ভূঁইয়া
১০৪ উত্তরাখণ্ডের সুড়ঙ্গ (সংগ্রহ)
১০৪ আক্রান্ত নাট্যকর্মী : মৌতুলি নাগসরকার (সংগ্রহ)
১০৫ গাজা প্যালেস্টাইন ইজরায়েল : সমর অর্থনীতির নয়াপর্ব: গৌতম দাস/সুকান্তি ভট্টাচার্য
১০৬ রামপুরহাট, ব্রেনে অক্সিজেন কম, নতুন ন্যারেটিভ: শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ রচনা

১০৭ জনগণের রুচির আরেক দুর্ভিক্ষ : মোহিউদ্দিন মোহাম্মদ
১০৮ অনুলোম - প্রতিলোম : শাক্যসিংহ শাণ্ডিল্য
১০৮ মেদিনীপুরের সমান্তরাল জাতীয় সরকার : সৌপ্তিক অধিকারী
১০৯ শ্রদ্ধার্ঘ্য : সাহসের আরেকনাম নার্গিস মোহম্মদি
১১০ স্মরণ : ডা: স্থবির দাশগুপ্ত
১১১ *গ্রন্থভাবনা*

চিত্র সূচি

নাজমুল মাসুম ৬৪ • প্রীতম ঘোষ ৮০ • নিয়াজ মাখদুম ৮৪

সম্পাদক : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকমণ্ডলী : আশিস দত্ত, পান্নালাল ভূঁইয়া, তরুণকুমার দত্ত
প্রকাশক : তটিনী দত্ত, **প্রচ্ছদ** : ফাইয়াজ হোসেন
বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ : করুণাপ্রেস, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

দপ্তর: ১) বি-৪/২৮৬, পো: কল্যাণী, জেলা: নদীয়া, পিন: ৭৪১২৩৫, দূরভাষ: ৯১৬৩২০৮২৪১
২) ডা: আশিস দত্ত, ডি-৫৮, নিউগড়িয়া সমবায় আবাসন, কলকাতা-৯৪, দূরভাষ: ৯১৬৩৩০০৯১৩
ইমেল: nirantar.kalyani@gmail.com

আমাদের চেহন

সভ্যতার বুকে যুগে যুগে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন নিত্যতারই পথ। তবু একটি যুগের ভেতরে দ্রুত পরিবর্তন মানে সম্পর্কের, স্বপ্নের ও আত্মপরিচয়ের দ্রুত ভাঙচুড়। সংস্কৃতির শেকড় থাকে কালের গভীরে, ফলে শেকড় ছিঁড়ে যাওয়া রক্তপাত। তাই দ্রুত পরিবর্তন এক গভীর বিপদেরই সংকেত।

হৃদয়ের সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়ে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সঙ্গে। সে সম্পর্ক অধীনতা ও লাভ-লোকসানের। তাই রাষ্ট্র ক্রমাগত ঘিরে ফেলছে মানুষকে। এ শাসক রাজা-জমিদারের মতো নয়। এ শাসক শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ছুঁয়ে থাকে এক প্রান্তে সিংহাসন। অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় প্রান্তিক মানুষের হেঁসেলে, সিন্দুকে। সিংহাসন তার আপন সুরক্ষায় ক্ষমতার প্রান্তিক শাখাপ্রশাখায় বিতরণ করে ক্ষমতার ভাগ। ক্ষমতার ভাষাতেই তারা কথা বলে। ক্ষমতা জুড়ে জুড়ে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ছায়া আমাদের মনের নিভৃত কোণে।

তাঁর আগমনের বার্তায় জয়ধ্বনি শুনি — ঐ যে তিনি আসছেন। আমাদের অবসরে, আলোচনায়, ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর পা। ঘিরে ফেলে আমাদের। তাঁর বিশাল কাট আউটকে অতিক্রম করে যায় তাঁর জ্যান্ত শরীর। তাঁর ছবি ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে আমাদের মাথার উপর। আমাদের মুখ ক্রমশ তুচ্ছ হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। আমাদের পরিচয় মিলিয়ে যায় ভিড়ে। আমাদের নিজস্ব প্রেরণা মৃতপ্রায়। আমাদের প্রতিটি পা ফেলা তাঁরই অনুপ্রেরণায়। আমরা এখন আর নিজেদের শ্রমে বাঁচিনা, বাঁচি তাঁরই করুণার বেকারভাতা, বিধবাভাতা, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। ভিক্ষাপাত্র হাতে কখন তৈরি করে ফেলেছি ভিক্ষার লাইন।

কালের বুকে চাকরিগুলো ক্রমশ অপসৃয়মান। শুধু ভাতা আছে। যেকোন দিন যারা মিলিয়ে যেতে পারে বাতাসে। অথচ বাতাসে কোন শব্দ নেই। পথহীন মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়ছে তাঁর অন্ধ অনুগামী। প্রত্যেক অনুগামীর ভেতরে জন্ম নিচ্ছে শিশু ডিক্টেটর। প্রত্যেক ডিক্টেটরের প্রতি আমাদের নিরুপায় জয়ধ্বনি। প্রত্যেক জয়ধ্বনির ভেতরে ক্ষমতার সঙ্গীত। তিনি হাসলে সবাই আরো জোরে হেসে ওঠে। তিনি চিন্তিত হলে সবাই সত্যিই চিন্তার বিষয় বলে মনে করে। তিনি বিরোধীতা পছন্দ করেন না। প্রতিটি অঞ্চল বিরোধীশূন্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ঘুম আসেনা। সৎ-অসৎ, দুষ্কৃতী, সুদখোর, অধ্যাপক, মস্তান-গুণ্ডা, কবি, ঘুষখোর সবাই আসুক তাঁর ক্ষমতার নিচে। তাঁর পায়ের কাছে বসে তারা যা ইচ্ছে করুক। তাতে ক্ষতি নেই। কারণ খুন, ধর্ষণও তাঁর নিচে এসে দুষ্টুমি হয়ে যায়।

যাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-চেতনার মেরুদণ্ড, সেই হাজার হাজার শিক্ষক-পদের যোগ্য প্রার্থীরা তিন বছরেরও বেশি কাটিয়ে দিল খোলা আকাশের নিচে ধর্নায়। তাদের বয়স বেড়ে গেল, চুল পেকে গেল, হলো না বিয়ে-সংসার। জীবন পেরিয়ে গেল সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে। যৌবন চুরি হয়ে গেল, একটা প্রজন্ম ইতিহাস থেকে মুছে গেল। বিএ, বিএসসি, এমএ, এমএসসি, পিএইচডি, চায়ের দোকান চালাচ্ছে, লটারির টিকিট বিক্রি করছে। তবু শাসক নির্বিকার। 'ও কিছুই না' বোঝাতে পুজো আর মেলার হুল্লোড়ে ভিড়িয়ে দিল আমাদের। আমরাও মেতে গেলাম ইলিশ উৎসবে আর পুজোর কার্নিভালে।

শাসক শুধু বর্তমানকেই চেনে, সেখানেই ক্ষমতার নিরাপত্তা। ক্ষমতা ভোগের মুহূর্তে ভবিষ্যতের কথা ভাবা সম্ভব নয়। তাই রিভলবারের মুখে ভোট করতে হয়। দিনের আলোয় চাকরি বিক্রি হলো হাইস্কুলে ১৮ লক্ষ আর প্রাইমারীতে ৮ লক্ষ টাকায়। চুরি নয়, এটা রেট। কোটি কোটি টাকার বান্ডিল ছবি হয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল সত্যকে। তবু আমরা নির্বিকার। কোন আন্দোলন নেই, প্রতিবাদ নেই। বোতাম আঁটা জামার নিচে আমরা ঘুমিয়ে থাকলাম। হায়রে আমার বেঁচে থাকা, হায়রে আমার সংস্কৃতি!

— সম্পাদক

অবশেষ দাস

তুমি কিংবা ঈশ্বরের কবিতা

যারা মাটি ভালবাসে, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী।
শব্দ অপেক্ষা মানুষের পায়ের ধ্বনি
যাদের বুকের ভেতর মুক্ত হাওয়ার উৎসব লেখে,
আমি তাদের আস্তিক বলে জানি।

মানুষের কাছে পাড়ি দেওয়ার আজীবন সাধ
যাদের বুকে অনন্ত পৌষ বয়ে আনে
তাঁরাই তো ঈশ্বরের কাছে বসে থাকতে চায়।

মানুষের দুঃখের কাছে যারা সমব্যথী
ঈশ্বর তাঁদের প্রতি নদী ও প্রণামের মতো অনুগত

ঈশ্বরের নিজের কোনও দরজা নেই
মানুষের জীবনের দরজা দিয়ে তাঁর লীলাময় যাতায়াত...

সে এসেছিল

ভোরে ভোর আসে কিংবা ন্যাড়া গাছে পাতা
ভোরে বৃষ্টি শূন্য ঋতু পেরিয়ে মেঘ জমে আকাশে
জামরুল গাছের ফুলের মতো হঠাৎই সে এসেছিল।

আষাঢ়ে সন্ধ্যার হাতে যখন মেঘমল্লার বাজে
সে এসেছিল, সন্ধ্যার শান্ত তারাটির মতো ধীর পায়ে
ধুলোমাখা এসরাজে তখন শান্ত তারাটিও মাথা রেখেছিল।
সরু সলতে চাঁদের আলোতে বসে
পাইন শাড়ির মতো সে এসেছিল, কিন্নর হৃদয়ে'

মেঘের ওপর মাদুর পেতে বসে থাকা
লাল পলাশের হাওয়া বলেছিল, ভালোবাসি
সে শুধু চোখে চোখ রেখে হেসেছিল।
হাওয়ার চওড়া বুকে চাপা ফুল লিখেছিল, ভালোবাসি
সে শুধু হেসেছিল।

সে এসেছিল, ছিপছিপে হেমন্ত ঋতুর হাত ধরে
হাতানিয়া দোয়ানিয়া পেরিয়ে সজনে ও শিমুলের কাছে
ভালবাসা মেঘের মতো ভেসে ভেসে যায়।
সেও যেন ভেসে ভেসে এসেছিল, গানের এই প্রাসাদে
কৃষ্ণচূড়ার ইচ্ছে ও অনিচ্ছের আঙুলগুলো ছুঁয়ে

কুয়াশার ভেতরে সে টুপ করে খসে গেল!
অন্ধকারের পেটের ভেতরে সে হঠাৎ দরজা এঁটে দিল।
পাথুরে গুহার মধ্যে সে আড়াল হয়ে গেল।

মায়াবৃক্ষ

আজকাল তোমাকে লিখতে বড় সাধ হয়।
কী গভীর মায়া ও প্রেমের ঋতু তুমি
আটপৌরে শাড়ি কিংবা সালোয়ার চোখের মণি ছুঁয়ে
ধরেছে আকাশ, শরতের জলনগ্ন অরণ্য

তোমাকে লিখতে পারি, হিরণ্য বৃষ্টির জলে
বানভাসী মানুষের খিদের মতো তুমিও ঘুমিয়ে আছো
আকাশ-হৃদয়ে...

ছায়াঘেরা শালবনে হেমন্ত বিছিয়ে
তুমি আরও উদাসীন
গানের ওপার থেকে সন্ধ্যার চাঁদ ঘরে আসে
ঢেউ ভাঙা দুঃখেরা ডানা মেলে উড়ে যায়
দূরে... বহুদূরে

তোমার চোখের ঢেউ শালবনে ছড়িয়ে দিয়েছি।
শরত ঋতুর মতো তোমার হৃদয়ে নামে শিশিরের ধারা...
মায়া ও প্রেমের মতো ছোঁয়াচে অসুখ
আর দেখিনি কোথাও...

প্রসব

বুকের ভেতরে ভেতরে প্রতিদিন কত লেখালেখি
অজস্র কাটাকুটি, আরও লেখালেখি
কাটাকুটি...

বেছে বেছে তুলে আনা কয়েকটি লাইন
খাতার ওপরে সযত্নে রাখি।
যেভাবে ঈশ্বর আকাশের চরাচরে
কয়েকটি নক্ষত্র রেখে দেন
কিংবা কত কত সময়ে পেরিয়ে পাঠিয়েছেন
একজন গৌতম বুদ্ধ!

মানুষের ওঠানামা সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো,
ঘনীভূত মধ্যরাত পেরিয়ে ঝাউবন গলাসাধে...
বুকের ভেতরে শুধু কাটাকুটি চলে।

ক্রুশ বিদ্ধ খ্রিষ্টকে অসহায় লাগে।
তারচেয়ে আরও বেশি কবিতার রাত...

বুড়ো আঙুল ভাঙা আগুন দেখি
বাতাসের হাত ধরে বাউল নক্ষত্রের দিকে হেঁটে চলে যায়।

অঙ্কন : নাজমুল মাসুম

'মানব-প্রকৃতির মধ্যে সহজাত এমন একটি মৌলিক মনন-শক্তি আছে যে, যুক্তিবাদী কোন মানুষ যদি বিভিন্ন ধর্মের মুখ্য ও গৌণ তত্ত্বগুলি নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণভাবে বিশ্লেষণ করে, তবে সে এই সকল তত্ত্বের সত্যাসত্য তথা যৌক্তিকতা ও ভ্রান্তিমূলকতা নির্ণয় করতে সমর্থ হবে। তবে সে, যেসব নিরর্থক আচার-সংস্কারমূলক বিধিনিষেধ মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়, সেগুলিকে বর্জন করে, জীবজগতের সুষম সংগঠনের উৎসস্বরূপ 'একমেবদ্বিতীয়ম' সেই পরম সত্তার প্রতি শরণ নেবে এবং মানবহিতকর কর্মে সক্রিয় হবে।' — রামমোহন রায়

'রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্ট কথায় আবৃত হয়ে যাননি। তিনি চিরকালের মতো আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্যদিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে।... তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান মিলিত হয়েছে মহাজাতীয়তায়।' — রবীন্দ্রনাথ

'আমার বিশ্বাস ভগবান একটাই। সেই ভগবান নিরাকার। তাঁর কোন মূর্তি নেই। ঈশ্বর শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন এক অব্যয় নিত্য সত্তা, তিনি নিরবচ্ছিন্ন, শ্রোতা। তিনি স্থূলও নন, সূক্ষ্মও নন। তিনি নিরাকার। তিনি নির্বিকার। নির্বিশেষ, সর্বদর্শী, সর্বব্যাপী। তিনি সকলের আত্মা। তিনিই পরমব্রহ্ম। প্রমাণের অবিষয়। ওঁ তৎসহ।"

— রামমোহন রায়

তটিনী দত্ত কর্তৃক বি-৪/২৮৬, কল্যাণী, নদিয়া থেকে প্রকাশিত ইমেল : nirantar.kalyani@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান :
কলকাতা : • পাতিরাম • ধ্যানবিন্দু • পাভলভ ইনস্ট, ৯৮ মহত্মা গান্ধী রোড • সুনীলদার স্টল, বিধাননগর স্টেশন • প্রগ্রেসিভ বুকস্টল, রাসবিহারী মোড়
• মন্টু বুকস্টল, গোলপার্ক মোড় • কুন্ডু বুকস্টল, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড • দে'জ লিটল্‌ম্যাগাজিন স্টল • কাউন্টার এরা (কলেজস্ট্রীট)
মফস্সল : • মানব সংবেদ, কল্যাণী • আর কে বুকস, শান্তিনিকেতন (পোস্টঅফিস মোড়) • সরস্বতী বুকস্টল, নৈহাটি • রবির বুকস্টল, কল্যাণী স্টেশন
• শত্তুর পেপার স্টল, ২নং বাজার কল্যাণী • কৃষ্ণনগর স্টেশন বুকস্টল (২নং) • বিদ্যার্থী ভবন খাদিমা মোড় চুঁচড়া • বহরমপুর স্টেশন বুকস্টল
• জৈন বুকস্টল, শ্রীরামপুর স্টেশন•

মূল্য ৮০ টাকা